স্বনির্বাচিত কবিতা

সব্যসাচী সান্যাল

বিষয়ঃ শূন্যতা

১

(বইঃ অস্তিত্ব এবং অন্যান্য খুঁটিনাটিঃ ২০২০, জয়ঢাক প্রকাশন)

Oppressive sky
A lone paper kite soaring scarlet
In dainty strokes erasing clouds
- -
উড়ান তাই, যতক্ষণ মাটির সঙ্গে একটা টানটান সম্পর্ক রয়েছে, এমন সম্পর্ক, যাতে গলা ছোঁয়ালে রক্ত চুঁইয়ে নামবে। পতন সর্বত্র নিহিত। পতন তো আমাদের অবিবাহিত রাঙামাসী, বনধুঁধুলের ছোবড়া ছাড়াতে ছাড়াতে যে নিজেই কখন বনধুঁধুলের লতা হয়ে গেছে। পত্র এসেছে।
###
I hide in the dark and inside darkness I seek you
- -
আমি লুকিয়ে থাকি ঠিক অন্ধকারের অনির্ণিত মাঝখানটায়। আর তোমাকে খুঁজি। অন্ধকার যে ভাবে বোঝায়, অসীম এক শূন্যতার মাঝেও, নিজেকে একলা ভেব না- - টেবিলের পায়ায়, আলমারির কোণায়, ডান-বাম নির্বিশেষে পায়ের বুড়ো আঙুল চোট খাবেই।
###
Never saw you cry, yet heard your sobs grow within me
Elaborate like failure, frail as consequence
- -
তোমার কান্না কান্নাই নয়, যদি না তা আমার চোখের কাচে বাস্প জমা করে। বাস্প, সূক্ষ হলে, তাতে আঙুল ছুঁইয়ে তোমার নাম লেখা যেত। যে'ভাবে শীতের ভোরে বাসের জানলায় পাঁশুটে সোয়েটারের মধ্যবয়স্ক লেখে- - আই হেট ইয়ু। বাস্প ভারী হয়ে উঠলে, সে পাশের কণার হাতে হাত রাখে আর ব্রীজের কিনারা থেকে ঝাঁপ দেয়। জেলেডিঙি থেকে ছোঁড়া জাল তার হদিশই পায় না।
###
Darkness is a story within which your tears are tamed
How would you enter into that tale—
When you can't recall your name
- -
যে গল্প তোমার নয়, আমি তাকে বুঝতে পারি। শূন্যতা কাছের মানুষ। সে গল্পের ভেতর প্রত্যাশা হয়ে ঘাপটি মেরে থাকে, আর অ্যাংসাইটি তাকে ভোগায়। সে তো আর কাচের সারস নয়, যে জলে নামবে আর তার পা- ই ভিজবে না!
অশ্রু এমন এক জিনিস যাকে পোষ মানাতে পারলে দিব্য হতো—আকাশে চটি ছুঁড়ে দিয়ে বলা যেত—ব্রিং ইট ব্যাক সালিভান।

###
They say what's done is done
- - dead things won't come back to life
They don't realize—stories are alive
Woven by the dead, told by the broken
- -
যা ঘটার তা ঘটে গেছে। আর নিজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যাশা করি, যা হওয়ার তা হবেই। অতীত যদি গল্প লেখে, তাহলে বর্তমানের মানুষজন তার চরিত্র মাত্র। গাছ- পাথরের কথা কে ভাবে? তারা তো আর মরে যায়নি!
###
Darkness is what steps away from you
When you are so sure about your convictions
Darkness is what mourns you--
It knows you've got no place to
hide from the rain; even within
- -
বেঁচে আছো বলেই, তুমি অন্ধকার সম্পর্কে নিশ্চিত। মৃত হলে চোখের ভেতর দুটো একটা জোনাকি কি জ্বলে উঠত না? বেঁচে থাকার মানেই, মাঝে মাঝে ভারী নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস ফেলা—বলা—বাঁচা গেল। মৃত মানুষরা জানে, ক্রমাগত আগুন আর রাস্তা দাপিয়ে ছুটে যাওয়া ফায়ার ব্রিগেড এই হলো আলোর পৃথিবী। এর থেকে লুকোনো যায় না- কি?
###
I know what you want to make of this place
The frightened child that you once were
Shivering, when you saw your murderer's face
And knew that's the mask you are going to wear
- -
অপরের মুখে চাপানো না থাকলে মানুষ কি মুখোসের ধারণা রাখে? নিজের ব্যাপারে সে জানে বলেই অনিশ্চয়তা তার চামড়ায় বেঁধে, আর নিজের মুখোস সে হাজার চেষ্টা স্বত্বেও কিছুতেই দেখতে পায় না। তবে এখন অনির্দেশের কথা বলি—অনির্দেশের মধ্যে কত কিছু পাওয়া যায়; ব্যবহৃত কন্ডোমসমেত সিগারেটের প্যাকেট, নীলকণ্ঠ পাখির পালক, সীসের টুকরো- - আর বোর্ডপিন জুতোয় বিঁধলে মেঝের ওপর ঘোড়ার নালের মত ক্লপ ক্লপ শব্দ বেজে ওঠে। অন্ধ মানুষেরা কেন মিছিমিছি মুখোস নিয়ে ভাববে?
###
A silk thread spears through your eye
And you are now ready to pierce cotton skin
Weave whispers on a tapestry of pain
And you forgot-- even with no strings attached
You still are able to draw blood
- -
সিল্ক এমন এক তন্তু, যা আড়াআড়ি বুনে ওঠা সুতির কাপড়ের ওপরে নিজেকে দেখতে চায়। যন্ত্রণা রেশম, সে নিজের ওপর নিজের ফুটে ওঠাকে ঘৃণা করে, আর মোমের আগুনে কুঁকড়ে ওঠে না, গলে যায় না—পুড়ে ছাই হয়। সিল্ক পুড়লে, মাংসের গন্ধ ওঠে। মস্তিষ্কের যে অংশ মানুষের ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে মাংসপোড়ার গন্ধের এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। যা দেখা যায় তাই শুধু প্রত্যক্ষ নয়। শুধু 'দেখা'ই যদি নির্ণায়ক হত—তবে মানুষ পোড়ার গন্ধে মানুষের জিভে জল আসত না।

তন্তুর হাত ধরে সুচের কথাও আসে। গল্পের রাজকন্যা রুমালে নকশা করতে করতে দেখে, কখন অজান্তে তার আঙুল থেকে রক্ত গড়িয়ে টিউলিপ ফুটেছে। রক্তের ছোপ গল্পটিকে বাস্তবে পরিণত করে- - যে ভাবে মাংসের গন্ধর মত শূন্যতা সিল্কের শরীর থেকে বেরিয়ে আমাদের নাকে ঢুকে যায়।

###

They sprayed bullets on the old wall, aiming to paint an 'emptiness'
Pain came and wiped it all away

- -

শূন্যতা সম্পর্কে এই আমার শেষ কথা। শূন্যতা আদি ও অনন্ত। তাকে তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যা বানাই, তা যন্ত্রণা মাত্র। যন্ত্রণার গড়ন আলাদা, তার উচ্চতা, মাথার সিঁথি, দাঁতের গঠন, গায়ের আঁশ কোনোটাই শূন্যতার মত নয়।

২

সপ্তডিঙা

বাক

কিছুই ছিল না তবে, ছিল অস্থিরতা, ঝড় ঝঞ্ঝা ব্যাকুল বারিধি। ইন্দ্রাদি বরুণ আর যত লোকপাল, উন্মত্ত মদমত্ত- - প্রবল পৃথিবী- - নদীসব খরস্রোতা চতুর্দিকে ত্রাহি, ধুমকেতু অগ্ন্যুৎপাত বিরাম যে নাহি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করে এক উপলপাতিল, তাহাতে জমিল আসি বিন্দু বিন্দু নীর। রোমশ মানবী এক দেখে তাহে নিজে—সাদা এক জাতিফুল কবরী গড়িছে—তারপর গুহাচিত্র, কণ্ঠেতে সোহাগ—রত্নাকর দস্যু হেরে শ্লোকের সম্ভার—বরুণাদি লোকপাল পায় অন্তর্জ্জান, মোহ যারে ধরে তার নার্সিসাস নাম। সেই পাত্র সরস্বতী, সেই জলও তিনি, বাক্ষণী, ব্রাহ্মী, তিনি বীণা সুরধুনী। পাতিল উপচে তিনি শান্ত এক নদী। তিনি ভাষা। আত্মঘাতশরণার্থী বশিষ্ঠের ত্রাতা। ‘ওল্ড ম্যান মিসিসিপি’ রোবসন গাহে। সন্ত জাবালির গৃহে লাউচারা জাগে। বিশ্বামিত্রে শান্তি দেন, শম্বুকেরে ধ্যান, মৃগছাগকুক্কুটাদি তাঁহারি সন্তান। শরৎচন্দ্র শোভা পান মহেশের জটে, মহেশও অমর হন শরৎ- কলমে।
জ্ঞান যবে কুক্ষিগত, কতিপয় হাতে
যুক্তকরে মাগি মাতঃ- - পিডিএফ্ আছে?

- -

মিত্র

মিত্র তিনি। উৎসর্গীকৃত বৃষের ককুদে জমা স্নেহ। বৃষের চিবুক তিনি আকর্ষণ করেন—গ্রীবাকে প্রকট। করুণা তাঁর ডান হাতের ছুরি। পিতা সূর্যকে স্মরণ করে বৃষের নলিতে গভীর প্রবেশ তাঁর, ক্যারটিড আর্টারি। ব্যথা তাঁর মুখ ফিরিয়ে দেয়, মুখের রেখায় টান ধরে। জবাকুসুম। তিনি ও পিতা সূর্য ভক্ষণ করেন বৃষ মাংস, পান করেন সুরা। ব্যথা তিনি, খাদ্য ও খাদকের। পরম আহুর, আহুরা- মাজদার বশ্য তিনি, পুত্রতুল্য। আর ওই আহরিমান—প্রতারক, আদিম ইভিল, অঙ্গিরা মন্যু, যে ব্যহত করে সরস্বতীর স্রোত, আর আহুর- জনকে প্রতারিত করে—তারও মিত্র তিনি। ঋক তিনি, বরুণের সখা। জল ও আগুন যেথা এক ও অপর, যুগপৎ। ছায়া যা আলোকউদ্ভূত, বস্তুনির্মিত আর ধারণায় পর্যবসিত- তিনি সেই, সঙ্গী সেই ছায়া, যা অন্ধকারে মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে, সখ্য দেয়, আলোকে নির্গম তার- - পার্শ্বচর। মিত্র তিনি, সায় দেন অগাধ চুক্তিতে, সাক্ষী। দূরদেশে বাণিজ্য হয়। দারুচিনি, লবংগ, পশম, রণতরী, দামাস্কাস অসি…।

মিত্র রবীন্দ্রনাথ। আমার ছোট্ট বাগানে সে কী পায়চারি তাঁর! মাথা নিচু, হাত পিঠপিছে। বলেন—কায়সারবাগে, বুঝলে হে, ফার্স্টক্লাস পটল উঠেছে, কী তার সাইজ! আস্ত ঘুঘু রোস্ট করা যায়। আমি দু মিটার দূরত্ব রাখি, বিধি মেনে। স্মিত হাসি, তাঁকে যে নিজের হাতে দোলমা রেঁধে খাওয়াব—সে সামর্থ্য কই?

- -

অগ্নি

অগ্নি এসে দাঁড়িয়েছে গৃহের সুমুখে, প্রকান্ড পুরুষ। আমার তো কুশের বিছানা আর তুষের বালিশ। প্রাণপণ ডাক দেই, চার দ্বারপালে—ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ। পথসন্ধি আগলানো, হেই পাপা লেগবা, যাদুজন্মা সন্ত লাজারুস। রুদ্র আগুন আর রুদ্রই রোদন—অগ্নি যারে ছোঁয় সে কোন বাছাধন! সপ্তঋষির ঘরে চুলহা দিয়া আড়ি পাতে—নীরবে কামনা করে পত্নীঊষারাজি। অন্তর্দাহ তারে ভক্ষে, নিন্দ নাহি অপলক্ষ্যে, তৃপ্তি নাহি উচ্ছে- সিদ্ধ ভাতে। নিকটে আছিল স্বাহা, পুরুষের দুর্দশা দেখিয়া ধারণ করে ঋষিপত্নিরূপ। ছয়বার বনাঞ্চলে, মিলিত হইয়া বারে, অগ্নিবীজ রাখি আসে শ্বেত পরবতে, সোনার কলসে। বাঁচে সতী অরূন্ধতী, মহাপূতঃ, মহাজ্যোতি, স্বাহা কোন ছার, সেই সতী তো অরূপ! অগ্নি চায় আত্মাহুতি গ্লানিভোগে ক্লান্ত মতি—মাথা কুটে বক্সীগঞ্জে পদ্মার কপাটে।

বক্সীগঞ্জে হাট বসে, বেগুন মুলার পাশে গোশকট, আরাম কেদারা। জীর্ণ দুই বলদেরে সোনার কলস হতে চারা দেন রবীন্দ্রনাথ।

- -

কুবের

নাদা পেট, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা, কদাকার অতি, কুবের মহান তিনি যক্ষকূলপতি। লোহিতাভ বৈশ্রবণ মহাযশোমান, মল স্বর্ণ, মূত্র হীরা, পান্না হেন ঘাম। ঈর্ষাচক্ষে উমা- শিবে দেখেছিলা বইল্যা, পার্বতীর অভিশাপে একাক্ষিপিংগলা। গুহ্যমন্ত্র গুপ্তবিদ্যা চৌর্য্যজ্ঞানে কৃতী, তাঁহারে সাধিয়া ফেরে যতেক নৃপতি।

কুবের আমার পাশে, ইকোনমি ক্লাসে- - কেন যান ফ্রাংকফুর্ট- - আমি তো বুঝি না। না রোচে বিয়ার আর না রোচে সসেজ, পুরনো চুয়িং- গাম, আর কত চিবোবে কে জানে! বুঝিবা দুনিয়া ভজে নতুন দেবতা- - গেটস, মাস্ক, রথম্যান, আম্বানি, টাটা। কুবের হাসেন, ওমা! নতুন ডেঞ্চার! কুন্দহেন, দুগ্ধফেন- - জগত ঝলসায়! ওপারে আইল হতে রবীন্দ্রনাথ- - বলে- - খোকা, সাদা দাঁত নতুন নর্মাল!
- -

যম

ধর্ম ধর্ম বলে সবে, উপলব্ধি অনুভবে, গোপের বাথানে নাদে গাভী, সে সম্পৃক্ত তিসি খোলে, ডরায় প্রভঞ্জনে- - কি- বা তার ডংকা, কি- বা বাঁশি। সমুদ্রে নুনের ধর্ম জানে যে নাবিক, সে কি আর সাঁতার শেখে হে? সুজাতা পায়স রান্ধে, কিশমিশ নাহি দেয় তাতে—কী জানি উচ্ছিষ্ট যদি কুক্কুরেতে খায়, তবে বৃক্কনাশ—কুক্কুর যে মরে! শিবিরাজা, শ্যেনপক্ষী নিবারণে নিজ মাংস—ধর্মরূপী কপোতাক্ষ লাল হয় ভাপে...। ধর্ম কি আর গোঁসাইয়ের কিল! একাকী আকাশে ঝিলমিল!

লোকে বলে, ধর্ম ধারণ করে—সেদিন লখিমপুরে; ছেলে বলে—বাবা দ্যাখ দ্যাখ! গাড়ির জানলা দিয়ে, দেখি এক প্রচন্ড মহিষ—যেন কেয়ামত! ভারী চাল শ্লথগতি, গ্যাঁজলায় ভরে আছে কশ। নিঃশ্বাসে রুদ্রবাস্প, রক্তভরা চোখেতে পিঁচুটি। গলার রশিটি ধরে, তাহারে চালনা করে, ক্ষুদ্র বালক এক, বয়স কি তিন? ছোট্ট মুঠিতে তার ততোধিক ক্ষুদ্র পাঁচন—ধারণ করবে! তার অতো সময় কোথায়?
- -

ইন্দ্র

ইন্দ্রকে যে আবাহন করে সে কৃষক- - ব্রহ্ম, বৃত্র আর অহল্যাও সে। নহুষ, আয়ু'র পুত্র মাতা প্রভাদেবি, সেও ইন্দ্র—ইন্দ্রানীর লোভ তার কাল হয়, অগস্ত্যশ্রাপে—ইন্দ্রপাত ভীমকায় অজগর রূপে। আর ইন্দ্র দ্বারপাল, জুপিটার, জিউস, ওদিন— নারীবশ্য, মদমত্ত অতি অর্বাচীন।

আসলে যা হয়, যে মানুষের জীবন হী তেঁতো, সে চায়ে দু'চামচ চিনি নেয় রোজ, অথবা স্টিভিয়া—রবির পরশে আখ গাছে শর্করা জমে, ইন্দ্র দেন বারি, তবে তো শরবত।

সে রাতে শিয়রে রবীন্দ্র। বাণী চাই। বলেন—চুপ চুপ, ' বাণী' বলিও না; রঞ্জন ধরে নেবে তুমিই স্যাকরা; বৌদিদির নওলখা হার, কঙ্কণ, মুকুন্দ দাস। বলেন—এই ঘর, ধুলো ঝেড়ে, মেরামত করো, চুনকাম, আরে না- না, কি যেন সে; বার্জার পেইন্টস, আর অনেক যতন। আমি হাসি, বলি- - হে ভান্ডারকর, তোমার কত যে রতন, আর কতশত পোস্টমাস্টার!

তোমার ঘরের মাপ তুমিই জানবে- - মিছিমিছি আমি কেন খাটি!
- -

বরুণ

মলয় তিনিই, আর তিনি ঋত, ধর্ম, সত্য, আকাশ। পাশ হস্তে মকরবাহন। তিনি আচ্ছাদন আর বন্ধনও হে তিনি। মিত্রেপ্রিয়সখা তিনি, ঘরনী বারুণি। বিপুল যে জলরাশি, ধরিত্রি ঘিরিয়া রাখে, তাকে তিনি রীতিতে বাঁধেন। পশ্চিমে দৃষ্টি তাঁর, শান্ত নীল জলে, আরবতরণী ভিড়ে বন্দর ভারুচে। অভাজন মধুকর পুবেতে স্মরিছে। কোনোদিন পুবপানে চান যদি তিনি, দেখিতে কি নাহি পান কমলেকামিনী? সদাগর শ্রীমন্ত, আর রাজা চাঁদ- - পিটিশান দিবে কোথা- - বলো নাথ আজ! পুবেতে পাতালদেশ শত আসে মগ, মালয় হইতে আসে নানাবিধ ঠগ- - আয়লা- আম্পান- - জলদস্যু হানা দেয় সিংহপুর হতে, নিপ্পনেও সিন্টোমঠে তোমারে পুজিছে।
বরুণ একদিন স্বপনে দেখেন- - উঠানে সাগর সেন, আষাঢ় গাইছেন, মুখর বাদর দিনে, অজস্র বেলিফুলে ভরে যায় কুয়োতলা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। আকাশে ঋক্ষমাতা ডুকরে উঠছে।

=x=x=x=